তারিখ- ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

গত এক দশকে কংগ্রেস সিবিআইকে কীভাবে অপব্যবহার করেছে

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্য সভা

গতকাল ইকোনমিক টাইমস-এ সিবিআই ডিরেক্টর রঞ্জিত সিনহার একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে সত্য বেরিয়ে এসেছে। ইশরাত জাহান মামলায় সিবিআই অমিত শাহ-র বিরুদ্ধে চার্জশিট দিলে ইউপিএ খুব খুশি হত। তিনি আরও বলেছেন, অমিত শাহ-র বিরুদ্ধে সিবিআই কোনও প্রমাণ পায়নি। তাঁর বিবৃতিতে সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এই ভেবে সিবিআই ডিরেক্টর আরও এক বিবৃতিতে কোনওগতিকে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, তাঁকে ভুল উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইউপিএ সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে এবং স্বাধীনভাবে সিবিআই ডিরেক্টরের বিবৃতি ও তাঁর ব্যাখ্যা দেওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে সিবিআইকে তারা কীভাবে অপব্যবহার করেছে তা নিয়ে তদন্ত সহায়ক হতে পারে।

পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে মামলায় ফাঁসানোর ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। জরুরি অবস্থার সময় সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রায় ২ লক্ষ মিথ্যা মামলা করা হয়েছিল। জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফায়দা নিয়ে গ্রেফতার করে তাঁদের বিরুদ্ধে কয়েকজনকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংরক্ষণ আইন (মিসা) ও কিছু ধৃতদের প্রতিরক্ষা ধারার মামলায় ফাঁসানো হয়। পুলিশ যে এফআইআর দায়ের করেছিল তা হুবহু প্রায় এক। বিরোধী দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কংগ্রেস সরকারকে কীভাবে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে তা নিয়ে সাতসকালে দুধের বুথ ও বাসস্ট্যান্ডে বক্তৃতা দিতেন। এই অভিযোগে গ্রেফতার করা যায় না। দুঃখের কথা যে, কোনও পুলিশ অফিসার নির্দোষ ব্যক্তিকে বিরুদ্ধে এ ভাবে ভুয়ো এফআইআর করার ঘটনার প্রতিবাদ করেননি। তারা সবাই জরুরি অবস্থায় অত্যাচারের ষড়যন্ত্রে শামিল হয়েছিলেন।

২০০৪-২০১৪- এই সময়ে ইউপিএ সিবিআই-কে অপব্যবহার করার মুন্সিয়ানাকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এই সময়ে সিবিআইকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করেনি। শাসক দলই তাকে ওঠবোস করিয়েছে। নমনীয় ব্যক্তিকে এর শীর্ষে বসানো হয়েছে। সিবিআই চলে ডিরেক্টরের নির্দেশে। তিনিই শেষ কথা বলার অধিকারী। নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি দোষী অথবা নির্দোষ তা তদন্ত করে দেখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অফিসারের। অভ্ন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও সমতা বজায় রাখার ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। অবসর নেওয়ার প্রাক্কালে ডিরেক্টরদের নতুন চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। অবসরের পরই তাঁদের চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। এসব সুযোগ তাদের দুর্বল করে দেয়। অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টদের রাজ্যপাল থেকে ইউপিএসসির সদস্য পদ দেওয়ার

প্রস্তাব আসে। ইশরাত জাহান মামলায় অমিত শাহ-কে জড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়ে সদ্য অবসর নেওয়া এক বিশেষ ডিরেক্টরকে তাঁর চাকরির মেয়াদ ফুরোবার আগেই জামিয়া মালিয়া ইসলামিয়ার উপাচার্য করা হয়েছে। সংবাদপত্রের তথ্য অনুসারে, সিভিসি-র কমিশনার করার পদে নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত তালিকাতেও তাঁর নাম রয়েছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে আমি বিশদে উল্লেখ করে বলেছি, কীভাবে সিবিআই অমিত শাহ, গুলাবচাঁদ কাটারিয়া ও রাজেন্দ্র রাঠোরের মত বিজেপির প্রবীণ নেতাদের মিথ্যা ভাবে জড়িয়েছে। মামলায় অমিত শাহ জামিন দিতে গিয়ে হাই কোর্ট বলেছে, তাঁর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। গুলাবচাঁদ কাটারিয়ার বিরুদ্ধেও গ্রাহ্য করার মত প্রমাণ না পেয়ে তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিনের অনুমতি দিয়েছেন বিশেষ বিচারক। আর রাজেন্দ্র রাঠোরকে মামলায় চার্জশিট দেওয়া তালিকার মধ্যেই রাখেননি বিচারক। সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকলেও সমাজবাদী পার্টি ও বিএসপির বাইরে থেকে সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে ইউপিএ। সিবিআইকে ব্যবহার করে এই দুই দলের সমর্থন আদায় করেছে ইউপিএ। দুই দলের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি মামলা রুজু হয়েছিল।

ইকোনমিক টাইমস-এ প্রকাশিত সিবিআই ডিরেক্টরের বিবৃতির এই প্রতিবাদ গুরুত্বহীন। তাঁর স্বাধীন বিবৃতি থেকে তিনি সরে এলেও এর আগে বহু সিবিআই ডিরেক্টরের নমনীয় মনোভাবের অসংখ্ নজির রয়েছে।